দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 1994
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

15

এসএসসি পরীক্ষা বয়কট করে শিক্ষার কতটুকু উপকার হয়েছে?

আবু শহীদ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানুষ গড়ার কারখানা বলা হয়ে থাকে। আর মানুষ গড়ার কারিগর যারা তারাই হচ্ছেন শিক্ষক সমাজ। আমাদের দেশ দীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যতটুকু আমরা অর্জন করতে পেরেছি, তার মূলে যেমন ছিল হাজী মুহম্মদ মহসীন, নবাব আবদুল লতিফ, নবাব ফয়েজুন্নেছা, নবাব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মওলানা ভাসানী প্রমুখ শিক্ষানুরাগী মহাপুরুষদের ঐতিহাসিক অবদান তেমনি ছিল স্যার আজিজুল হক, খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ প্রমুখ শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ সাধনা। বিশেষ করে প্রচুরসংখ্যক জ্ঞানসাধক, শিক্ষাব্রতীর একনিষ্ঠ সাধনা না হলে আজ শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে জাতি যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা যে কিছুতেই সম্ভব হত না, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষকরা ছিলেন জাতির সবচাইতে সম্মানিত অংশ। এ সম্মান তারা লাভ করেছিলেন শিক্ষার প্রতি তাদের অসামান্য অনুরাগ। উন্নত চরিত্র ও শিক্ষাদান কার্যে তাদের মিশনারী নিষ্ঠার কারণে। তখন শিক্ষকদের মুখের উপর কথা বলা তো দূরের কথা। তাদের পদসেবা করার সুযোগ পেলেই শিক্ষার্থীরা জীবন ধন্য মনে করতো। শিক্ষকরাও আপন সন্তান জ্ঞানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করাতেন কখনো শাসন, কখনো স্নেহের মাধ্যমে। কিন্তু আজ পরিবর্তন হয়েছে অবস্থার। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের মধ্যে এখন সুসম্পর্ক আর নেই। শিক্ষকদের সেই সম্মান যেমন সমাজে নেই, তেমনি নেই ছাত্রদের কাছেও। শিক্ষকদের এখন প্রায়ই আফসোস করতে দেখা যায়, অতীতের মত শিক্ষক সমাজ এখন ছাত্রদের কাছে মর্যাদা পায় না বলে। কিন্তু এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য কি ছাত্র সমাজই শুধু দায়ী? অতীতের মত শিক্ষক সমাজ মিশনারী নিষ্ঠা নিয়ে শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী রয়েছেন, এমনটা কি দাবী করা যায়? শিক্ষকদের চাইতে রাজনৈতিক দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিই ছাত্রদের আনুগত্য বেশী বলে অনেক শিক্ষক অভিযোগ করে থাকেন। তাদের এ অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। কিন্তু তার সাথে সাথে একথাও সত্য যে, ছাত্রদের মত শিক্ষকরাও এখন নানা রাজনৈতিক দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে ছাত্রদেরও রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে দলাদলির পথ দেখিয়ে চলেছেন। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে তারা নিজেরাই যদি এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজে লিপ্ত থাকতে পারেন তা হলে একই রূপ কাজে ছাত্রদের দোষ দেয়া যায় কি?

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতে ছাত্ররা অনেক সময় ধর্মঘট ইত্যাদি পালন করে। বুঝে হোক না বুঝে হোক, শিক্ষার অগ্রগতি ক্ষুণ্ন করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকরাও এ কাজে মোটেই পিছনে পড়ে নেই। বিশেষ করে সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাকে অনিশ্চয়তার মুখে নিক্ষেপ করে এক শ্রেণীর শিক্ষক যেভাবে অবিরাম ধর্মঘট পালন করেছেন, তাতে শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, তাদের অভিভাবকরাও মর্মাহত হয়েছেন। এখানে শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার ন্যায্যতা সম্পর্কে কোন কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু যেসব দাবী-দাওয়া আদায়ে এসএসসি পরীক্ষা বয়কটের মত চরম কর্মপন্থা গ্রহণ করে শিক্ষক সমাজ এদেশের শিক্ষার কতখানি উপকার করেছেন এ প্রশ্ন অনেকেই তুলছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শিক্ষকদের দায়িত্বই যে সর্বাধিক একথা অনেকেই মনে রাখেন না। শিক্ষকদেরও অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে, কিন্তু শিক্ষা পেশাকে অন্যান্য পেশার মত শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের প্রবণতা কতখানি সঠিক তাও চিন্তা করে দেখা উচিত। আমাদের দেশ আশপাশে দেশের তুলনায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর পিছিয়ে। এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্রদের মত শিক্ষকরাও যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তৃপ্তি লাভ করেন, তা ছাত্র ও অভিভাবক সকলের জন্যই খুব বেদনাদায়ক বই কি। আমরা আশা করবো, শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদাসীনতা পরিহার করে অচলাবস্থা ভাঙতে সরকারও তাদের ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। কারণ শিক্ষার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকার ও শিক্ষক সমাজের কারো দায়িত্ব কম নয়। অন্তত ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেশী।